ঝিনাইদহে তারেক রহমানের মানবিক সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহের বিভিন্ন গ্রামে বজ্রপাতে নিহত কৃষক পরিবারকে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
শনিবার (১০ মে) দুপুরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উত্তর ভবানীপুর ও একই উপজেলার পশ্চিম বিষয়খালি গ্রামে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে এই মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেন জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাকির তুহিন ও সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল। এ সময় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বজ্রপাতে মৃত ওলিয়ার রহমান ও মিরাজুল ইসলামের কবর জিয়ারত করে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এ সময় বজ্◌্রপাতে নিহত ওলিয়ার রহমানের স্ত্রী শিরীনা খাতুন ও মিরাজুল ইসলামের স্ত্রী সোহাগী খাতুনের হাতে তারেক রহমানের মানবিক সহায়তা তুলে দেন। সেসময় কৃষক দলের কেন্দ্রীয় নেতা টিএস আইয়ুব, মোমিনুর রহমান, ওসমান আলী বিশ্বাস, শফিকুল ইসলাম শফিক, শামসুর রহমান শামস, আব্দুল্লাহ আল নাইম, কবির হোসেন, সোলায়মান হোসেন, মোল্লা হারুনুর রশিদ, ফারুকুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, সাজেদুর রহমান পাপ্পু, আলমগীর হোসেন আলম, মীর ফজলে এলাহী শিমুল, গান্না ইউনিয়নের বিএনপি নেতা ইজ্জত আলী মাস্টার, মহারাজপুর ইউনিয়নের শাহাজান আলী ও আবু সাঈদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে ঝিনাইদাস সদর উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাকির তুহিন। তিনি বলেন, কৃষকদের নিয়ে জননেতা তারেক রহমানের আলাদা ভাবনা রয়েছে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি আগামী দিনে ক্ষমতায় গেলে গ্রামের কৃষকদের মুখে যাতে বারো মাস হাসি থাকে তেমন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরো বলেন, বজ্রপাতে নিহত দুইজন কৃষকের মৃত্যুতে হাজারো মাইল দূরে থেকেও জননেতা তারেক রহমান তাদের জন্য ব্যথিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানবিক সহায়তা হিসেবে দুই কৃষক পরিবারকে সহায়তা প্রদান করেছেন, যা জীবনের তুলনায় খুবই নগণ্য।

মহেশপুরে বিনামূল্যে সনোফিল্টার বিতরণ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মাশউক এর উদ্যোগে উপজেলা প্রকল্প এলাকায় বিনামুল্যে সনোফিল্টার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (৭ মে) সকাল ১০ টায় সংস্থার মহেশপুর প্রকল্প কার্যালয় চত্বরে “সাসটেইনেবল প্রিভেনশন অফ আর্সেনিক পয়জনিং ইন মহেশপুর সাব ডিষ্ট্র্রক্ট, ঝিনাইদহ ডিসট্রিক্ট” প্রকল্পের মহেশপুর উপজেলার আর্সেনিক আক্রান্ত ও ঝঁকিতে থাকা দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে আর্সেনিক মুক্তকরন “সনোফিল্টার” বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা আক্তার।

বিশেষ অতিথি শাহ আবুল আওয়াল, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, মাশউক কুষ্টিয়া এবং মোঃ তৌহিদুল করিম, প্রজেক্ট ম্যানেজার, মাশউক, মহেশপুর প্রজেক্ট, ঝিনাইদহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কুশল লাহিড়ী, হিসাবরক্ষক, মাশউক, মহেশপুর প্রজেক্ট, ঝিনাইদহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী ও কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা আক্তার বলেন, বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থা মানব শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র (মাশউক) তার মূল এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য আর্সেনিক মুক্ত করন সনোফিল্টার বিনামুল্যে সরবরাহ করে অনেক বড় মহতি কাজ করছে।

তিনি আরও বলেন, আর্সেনিক একটি নিরব ঘাতক যা মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। এ থেকে বাঁচার জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন। মাশউক এর কর্মীদের শেখানো পদ্ধতিতে ফিল্টারটি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। পরিশেষে তিনি সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করেন। বিশেষ অতিথী শাহ্ আবুল আওয়াল বলেন, মাশউক এর দেওয়া আর্সেনিক মুক্তকরণ

সনো ফিল্টার পানিতে থাকা সব ধরনের ক্ষতিকারক এবং বিষাক্ত পদার্থগুলোকে বিশেষ করে আর্সেনিক ও ম্যাঙ্গানিজ কে সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসে যা ব্যবহার ও পান করার উপযোগী।

সর্বশেষে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উপকারভোগীদের মাঝে বিনামূল্যে আর্সেনিক মুক্তকরণ সনোফিল্টার বিতরন করার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় বজ্রপাতে মিরাজুল ইসলাম (২৫) ও অলিয়ার রহমান
(৫০) নামে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মাঠে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতের শিকার হন তারা।

মঙ্গলবার (৬ মে) দুপুর ১১টার দিকে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের পশ্চিম বিষয়খালী ও মহারাজপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে।

নিহত মিরাজুল ইসলাম গান্না ইউনিয়নের পশ্চিম বিষয়খালী গ্রামের শাহাজ্জেল হোসেনের ছেলে। অপর নিহত অলিয়ার রহমান মহারাজপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে।

একইদিনে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিহতের স্বজনরা জানান, সকালে মাঠে ধান বাঁধতে যান মিরাজুল। সকাল সাড়ে ১০টার পরে আকষ্মিক বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। এসময় অন্যরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেও বজ্রপাতের কবলে পড়েন মিরাজুল। পরে আহতাবস্থায় তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

অপর নিহত অলিয়ার রহমানের স্বজনরা জানান, সকালে মাঠে ধান গোছানোর কাজে বাড়ি থেকে বের হন অলিয়ার। বেলা ১১টার দিকে তুমুল

বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। এসময় মাঠে থাকাবস্থায় বজ্রপাতে আহত হন তিনি। এসময় স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত খালিদ হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন এবং তিনি বলেন, বজ্রপাতে নিহত দুই কৃষক হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যান।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বজ্রপাতের শিকার হয়ে দুই কৃষক নিহত হয়েছেন। মরদেহ দুটি সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, বজ্রপাতে দুই কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। জানাগেছে, মিরাজুল ঢাকায় একটি চাকরি করতো। দুই সপ্তাহ আগে সে সন্তানের বাবা হয়েছে। সেই কারণে কয়েকদিন আগে সে বাড়িতে আসে। তার মৃত্যুতে পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

বজ্রপাতে নিহত দুইটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের নিকট ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী অনুদান প্রদান করেন।

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের দুই ঘন্টার কর্মবিরতি

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা দুইঘন্টা ব্যাপি কর্মবিরতি পালন করেছে।

সোমবার (৫ মে) সকালে ডিসি কোর্টের সামনে বিভিন্ন দাবিতে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা

শাখার উদ্যোগে এই কর্মসূচী পালন করে।

বিচার বিভাগের জন্য সূপ্রীম কোর্টের অধীন পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণকে বিচার বিভাগের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতন স্কেলের আলোকে বেতন ভাতা প্রদান, বিদ্যমান জুডিসিয়াল সার্ভিসের বেতন স্কেল ৭ম-১২তম গ্রেডভুক্ত করা এবং বিদ্যমান ব্লকপদ বিলুপ্ত করে যুগোপযোগী পদ সৃজনপূর্বক যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ রেখে স্বতন্ত্র নিয়োগ বিধি প্রণয়নের দাবীতে তারা এই কর্মবিরতী পালন করেছে। অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণভাবে কর্মবিরতি পালন করে।

ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আমাদ উদ্দীনের সভাপতিত্বে বক্তব রাখেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতা ও ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আসাফ উদ দৌলা মাসুম, এছাড়াও কোর্টের নাজির সাইফুল ইসলাম নান্নু, সিজেএম আদালতের নাজির হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

হরিণাকুণ্ডু প্রতিবন্ধী স্কুলে ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এনজিও পরিচালিত “মেঘলা আকাশ” প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও এতিম খানা উন্নয়ন সংস্থায় ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দুই দিন ব্যাপী এই মেডিক্যাল ক্যাম্পের প্রথম দিন (৪ মে) রবিবার সকাল ১০ টায় এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। হরিণাকুণ্ডুর লোহা পোট্টিতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালে হাটি হাটি পা-পা করে শুরু হয়ে আজ শতাধিক শিক্ষার্থী ও দশ জন শিক্ষক-কর্মচারীদের

নিয়ে সুনামের সহিত মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মেঘলা আকাশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও এতিম খানা উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক মাজেদা খাতুনের সভাপতিত্বে, ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পে সমাপনি দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি এম তারিক-উজ জামান।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, সমাজ সেবা কর্মকর্তা শিউলী রানী উপস্থিত থাকবেন।

দুই দিন ব্যাপী এই মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসা দিচ্ছেন ফিজিওথেরাপি কনসালট্যান্ট ডাঃ মোঃ শামিম হোসেন, থেরাপী সহকারী উজ্জ্বল হোসেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ প্রতিবন্ধি সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের অডিওমেট্রিশিয়ান ঝংকার আলী। দুই দিনের ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসায় থাকছে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপী, স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপী, স্টেক প্যারালাইসিস থেরাপী, মেরুদন্ড, কোমর, ঘাড়, হাড়ের ব্যাথার থেরাপী, হাত পা অবস হওয়া, শুকিয়ে যাওয়া, ঝিনঝিন করার থেরাপী।

এছাড়াও জানা গেছে, মেঘলা আকাশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও এতিম খানায় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার খোঁজ নিতেই বিশেষ এই আয়োজন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে জ্যোতিষের কার্যালয়ে ভাংচুর ও আগুন

ইসলাম ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে অবমাননাকর পোস্ট করাই সাঈদ নামে এক ব্যক্তির কার্যালয়ে ভাংচুর ও আসবাবপত্রে আগুন দিয়েছে মুসল্লিরা।

শনিবার (৩ মে) সন্ধ্যার পরে ঝিনাইদহ শহরের পাগলাকানাই সড়কের

সাদাতীয়া মসজিদ সংলগ্ন বিউটি সুপার মার্কেটে “রাশিফল নির্ণয় জ্যোতিষ গণনা কার্যালয়” নামে মোল্লা মোঃ আবু সাঈদ চিশতীর কার্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে।

মাগরিবের নামাজ পড়ে বিক্ষুব্ধ মুসল্লিরা একজোট হয়ে এই ঘটনা ঘটায়। এসময় মুসল্লিদের নেতৃত্ব দেন জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি ডাঃ মোমতাজুল করিম। আগুন দেওয়ার সময় জ্যোতিষ আবু সাঈদ কার্যালয়ে ছিলেন না।

মুসল্লিদের অভিযোগ জ্যোতিষ মোল্লা মোঃ আবু সাঈদ নামাজ নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট করেছেন ফেসবুকে। যেকারণে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মনে আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনায় এশার নামাজ পড়ে সাদাতীয়া মসজিদের ঈমাম মুফতি ইসমাইল হোসেন বেলালীর নেতৃত্বে জ্যোতিষ আবু সাঈদকে গ্রেফতারের দাবিতে মিছিল করা হয়। মোল্লা মোঃ আবু সাঈদ চিশতী বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোলজার্স সোসাইটির সদস্য। তার রেজি নং ১৯৪৫(১২১)৯৮।

অভিযোগের বিষয়ে তার মোবাইল নাম্বারে কল করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

সাদাতীয়া মসজিদের ঈমাম মুফতি ইসমাইল হোসেন বেলালী বলেন, সদর থানার ওসি জ্যোতিষ আবু সাঈদকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করে আইন হেফাজতে নিবেন বলে আশ্বস্থ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা কোন ধর্মের বিপক্ষে নই। তবে কেউ ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করলে সহ্য করবো না।

শৈলকুপায় সরকারি গাছ কেটে নিলো বিএনপি নেতা!

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সারুটিয়া ইউনিয়নে প্রকাশ্যে সরকারি জায়গার গাছ কেটে নিয়েছে স্থানীয় এক বিএনপি নেতা।

গতকাল শনিবার সকালে কাতলাগাড়ী-লাঙ্গলবাধ সড়কে কাতলাগাড়ী বালিকা বিদ্যালয়ের জিচে সেচ খালের পাড়ের মেহগনি গাছ কেটে নিয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু ও তার ভাই পল্টু এবং চাচা শৈলকুপা নাগরিক কমিটির সভাপতি আব্দুল মজিদ মাস্টার গাছটি কেটে নিয়েছে।

সকালে ঘটনার সংবাদ সংগ্রহে গেলে শৈলকুপা প্রেসক্লাবের সদস্য রাজিব মাহমুদকে গালিগালাজ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করারও চেষ্টা করে অভিযুক্তরা।

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওই এলাকার দ্বায়িত্বে থাকা কার্যসহকারী রশীদ হোসেন বলেন, “যদি গাছটি তাদের জায়গায় হয়ে থাকে, তাহলে তা কাটতে পারবে। তাছাড়া সরকারি জায়গার গাছ কাটার কোন অধিকার নেই। গাছ কাটলে আমি আমার অফিসকে জানাবো। তারা তাদের মত ব্যবস্থা নিবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাতলাগাড়ী বাজারের এক ব্যবসায়ী বলেন, দিনের আলোয় সরকারি জায়গা থেকে গাছ কেটে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই বাবলু এলাকায় এর আগেও এমন কাজ করেছে। সকালে পুলিশ এসেছিলো কিন্তু তারাও গাছ কাটা বন্ধ করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ও কাতলাগাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই রবিউল ইসলামকে একাধিকার ফোন দেওয়া হলেও তারা ফোন রিসিভ করেন নি।

অভিযোগের বিষয়ে বিএনপি নেতা বাবুল বলেন, গাছটি আমাদের লাগানো। আর পানি উন্নয়ন বোর্ড আমাদের গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে বলেই কেটেছি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজী মহসীন উদ্দিন বলেন, আমাদের জায়গার গাছ আমরা কি করে কাটার অনুমতি দিব। উনারা আমাদের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেয়নি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কেটে নিলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।

শৈলকুপায় কৃষকদল নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষকদল নেতা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভনে এক নারীকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী আদালতে কৃষকদলের নেতাসহ চার জনকে বিবাদী করে মামলা দায়ের করেছেন। শুধু ধর্ষণ আর গর্ভপাতই নয়, প্রেম ও বিয়ের অভিনয় করে ওই নারী কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ৭ লাখ টাকা।

এদিকে শৈলকুপা থানায় নির্যাতিত ওই নারী পৃথক একটি অভিযোগও করেন। সেই অভিযোগ তদন্ত করে পুলিশ সত্যতা পান। এ খবর নিশ্চত করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সম্রাট মন্ডল।

ভুক্তভোগী নারীর মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত দুই বছর ধরে ওই নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন নাজমুল খন্দকার নামের এক যুবক। নাজমুল খন্দকার শৈলকূপা উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলামের ছেলে। ওই নারীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাজমুল খন্দকার নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নাজমুলের গোটা পরিবার জানার পরে তারা মেনে নেয়। এরপর ওই নারী নাজমুলের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এক পর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী গর্ভবর্তী হয়ে পড়লে নাজমুল ও তার পরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা কৌশলে ওই নারীকে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ এলাকার রয়েল ক্লিনিকে ভর্তি করে গর্ভপাত ঘটায়।

ভুক্তভোগীর নারীর অভিযোগ, চিকিৎসা শেষ হওয়ার আগেই নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মা তাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মায়ের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেও ওই নারী কোনো সমাধান পাননি। পরে তিনি শৈলকুপা থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে থানা মামলা গ্রহণ করেনি। নাজমুল খন্দকারের বাবা কামরুল ইসলাম রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই নারীকে নানা ভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী নারী বলেন, দুই বছর ধরে নাজমুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক। তার বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত থাকায় পরিবারের সবাই তাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু অবাধ মেলামেশার কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়লে ছেলের পরিবার তাকে মারধর করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তার গর্ভের

সন্তান নষ্ট করে দেয়।

এ বিষয়ে কৃষকদল নেতার ছেলে নাজমুল খন্দকার বলেন, ওই নারীর অভিযোগ সত্য নয়। সে একজন প্রতারক। তার নামে থানায় কোনো মামলা হয়েছে কিনা তিনি এখনো জানেন না।

নাজমুলের পিতা শৈলকুপা কৃষক দলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগকারী মহিলা সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না। তবে সে আমার বাড়িতে আসা যাওয়া করত এটা জানি। গর্ভপাত ও হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তিনি নিউজটি এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

শৈলকূপা থানার এসআই সম্রাট মন্ডল জানান, ওই নারির অভিযোগ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক ভাবে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। তিনি জানান, এ নিয়ে যদি আদালতের কোন নির্দেশনা আসে তবে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শৈলকূপা থানার ওসি মাসুম খান গত শুক্রবার রাতে জানান, এ বিষয়ে শৈলকুপা থানায় আদালতের নির্দেশে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, মামলা নং ০৪/২৫। তিনি জানান, ভুক্তভোগী নারি সম্ভবত খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। তাকে প্রলোভনে ফেলে নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ হাতে পেয়েছি। আদালত মামলা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১০

ঝিনাইদহ সদরে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে মোশাররফ হোসেন নামের একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত আরও ১০ জন।

বুধবার (৩০ এপ্রিল) সকালে সদর উপজেলার ফুরসন্ধী ইউনিয়নের দহকুলা গ্রামের দিঘিরপাড়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোশাররফ হোসেন ওই গ্রামের মৃত শমসের মোল্লার ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দিঘিরপাড় গ্রামের বিএনপি নেতা আমজাদ বিশ্বাসের সাথে একই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেয়া আলিম উদ্দিনের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। গত রোববার রাতে আলিম উদ্দিনের লোকজন আমজাদ বিশ্বাসের সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলে আসছিলো। এরই জের ধরে বুধবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মোশাররফ হোসেন নামের একজনকে মৃত ঘোষণা করে। আহতদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সামাজিক আধিপত্য নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে একজন মারা গেছে। আমরা এলাকায় আছি। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাকরির মেলা

কারিগরী ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন নতুন ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের চাকরির সুযোগ করে দিতে ঝিনাইদহে দিনব্যাপী “জব ফেয়ার” শীর্ষক চাকরি মেলা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৩০ এপ্রিল) সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ক্যাম্পাসে ঝিনাইদহ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন এই মেলার উদ্বোধন করেন ।

এ সময় ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. আনিচুর রহমান মৃধা, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ কাজল, মডার্ণ ফার্মাসিটিক্যালস’র প্রতিনিধি এবিএম জাহাঙ্গীর হোসেন, জিএম আলমগীর হোসেন, আইডিইবির সভাপতি ইয়াসিন আলী, শৈলকুপা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সামায়ন হোসেন, ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক হাদিউজ্জামান, আবু সাইদ, মনির হোসেন ও হুমায়ন কবীর, মনিরুজ্জামন উজ্জাল প্রমুখ

উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের ১১টি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ গ্রহন করে। অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে, জোহান ড্রিম ভ্যালি, জোহান এগ্রো ফুড, সিও, সৃজনী ফাউন্ডেশন, ওয়ালটন, এফএনএফ ফার্মাসিউটিক্যালস, সার্ফ এগ্রো, ফ্রিডম অ্যাডভান্সমেন্ট, আয়ান এন্টার প্রাইজ ও ই-লানিং এন্ড আর্নিং।

সকাল থেকে মেলাপ্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা যায়, চাকরিপ্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে সিভি জমা দিচ্ছেন। ই-মেইলে ও স্ক্যান করে সিভি নেওয়া হচ্ছে। চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো মোবাইল সার্ভিসিং, অটোমোবাইলম ফার্ম মেশিনারী, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল, আইটি ও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পদের জন্য সিভি জমা দিচ্ছেন।

ঝিনাইদহ ছাড়াও আশপাসের জেলা ও গ্রাম থেকে শত শত শিক্ষিত যুবক এসেছেনএ মেলায়। সাধুহাটী থেকে আসা আজমুস সাকিব জানান, তিনি অনার্স পড়ছেন। পাশাপাশি চাকরির জন্য জন্য মেলায় এসেছেন। তিনটি প্রতিষ্ঠানে তিনি সিভি দিয়েছেন।

ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. আনিচুর রহমান মৃধা জানান, প্রতিষ্ঠানটি কারিগরী শিক্ষার একটি মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজে কর্ম করে পরিবারে সচ্ছলতা আনতে পারেন।

তিনি জানান, ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় তিন’শ যুবক কারিগরী দক্ষতা অর্জন করে বিদেশে গেছেন। সম্প্রতি শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে ৪০ জন চিনে গেছেন। ব্রিটিশ আমলে এখানে যে ওয়ার্কসপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই বলেও অধ্যক্ষ জানান।
এদিকে সকাল থেকেই মেলায় চাকরিপ্রার্থীরা আসতে থাকেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভিড় বাড়তে থাকে মেলা প্রাঙ্গনে। মেলায় ১০/১২ হাজার চাকরিপ্রার্থী নিবন্ধন করতে পারেন বলে আয়োজকরা মনে করছেন।

এছাড়া মেলা আয়োজনের পাশাপাশি দুপুরে জর ফেয়ার সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইদহ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. আনিচুর রহমান এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জোহান এ্যগ্রো ফুড প্রডাক্ট প্রাঃ লিঃ এর নির্বাহী পরিচালক মোয়াজ্জেম হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ বিসিক এর ডেপুটি ম্যানেজার সেলিনা রহমান, আইডিইডি’র সভাপতি ইয়াসির আলী, ইন্সেটেকটর সামায়ন হোসেন, আ.স.ম আহসান উল্লাহ প্রমূখ।